কাব্যজিজ্ঞাসা

—অতুলচন্দ্র গুপ্ত

প্রশ্ন ভরত কোন্ শতাব্দীর আলংকারিক?

উঃ। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর।

প্রশ্ন কাব্যনির্মাণ কৌশলের কয়টি ভাগ? কি কি?

উঃ। তিনটি। যথা—বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাব।

প্রশ্ন অভিনব গুপ্ত কোন্ শতাব্দীর আলংকারিক?

উঃ। একাদশ শতাব্দীর।

প্রশ্ন রস কি?

উঃ। "রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ। অর্থাৎ যা আস্বাদন করা যায় তাই রস।

প্রশ্ন কোন্ ভাব হল রসের মূল উপাদান?

উঃ। স্থায়ীভাব।

প্রশ্ন অন্য আলংকারিকরা কটি স্থায়ীভাব আছে বলেছেন?

উঃ। ৯টি।

প্রশ্ন আলংকারিকরা মনের কটি স্থায়ীভাব স্বীকার করেছেন?

উঃ। ৯টি।

প্রশ্ন রসের আলোচনা কে করেন?

উঃ। আনন্দবর্ধন।

প্রশ্ন মনের নয়টি স্থায়ীভাব কি কি?

উঃ। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জগুপ্সা, বিস্ময় ও যশ।

প্রশ্ন বিভাব কাকে বলে?

উঃ। লৌকিক জগতে আরতি প্রভৃতি ভাবের উদ্‌বোধক, কাজে বা নাটকে তাকেই 'বিভাব' বলে।

প্রশ্ন ভরতের মতে স্থায়ীভাব কটি?

উঃ। ৮টি।

প্রশ্ন অনুভাব কাকে বলে?

উঃ। মনোভাব উদ্বুদ্ধ হলে, যেসব স্বাভাবিক বিকার ও উপায়ে তা বাইরে প্রকাশ হয়, ভাবরূপ কারণের সেইসব লৌকিক কার্য কাব্য ও নাটকে অনুভাব বলে। যেমন—দীর্ঘশ্বাস, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি।

প্রশ্ন নয় প্রকার রসের নাম বল।

উঃ। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণা, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত ও রস।

প্রশ্ন বিভাবের কটি ভাগ, কি কি?

উঃ। ২ টি। যথা—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন **ভরতের মতে স্থায়ীভাবগুলো কি কি?**

উঃ। রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা, এবং বিস্ময়।

প্রশ্ন **সঞ্চারীভাব কি?**

উঃ। স্থায়ীভাবের সহকারী ভাবগুলিকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলে। যেমন—মিলনেচ্ছা বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে চিরন্তন, লজ্জা, স্মৃতি, হর্ষ, উদ্‌বেগ, দীনতা, আবেগ ইত্যাদি।

প্রশ্ন **প্রতিভার সঙ্গে সংযুক্ত রসের নাম কি?**

উঃ। শৃঙ্গার রস।

প্রশ্ন **শৃঙ্গার রস কাকে বলে?**

উঃ। রতি ভাবের রূপান্তরের পরিণতিতে যে রস সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন **আলংকারিকদের আবিষ্কৃত লৌকিক ভাবটা কাব্যের রসে রূপান্তরের তত্ত্বটি কোন্ দেশের দার্শনিক অনেকটা ধরতে পেরেছেন?**

উঃ। ইতালিয়ান দার্শনিক বেনেভেটো ক্রোচ।

প্রশ্ন **আদি রস কোন্‌টি?**

উঃ। শৃঙ্গার রস।

প্রশ্ন **'রসেরও কি আবার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভেদ আছে?'—এর উত্তরে ভাদুরি কি বলেছেন?**

উঃ। ভাদুরি বলেছেন অবশ্যই আছে।

প্রশ্ন **বিপ্ররস কাকে বলে?**

উঃ। মিলনের আগে বা পরে নায়ক-নায়িকার বিরহদান বর্ণনা থেকে যে রস সৃষ্টি।

প্রশ্ন **রসের বিশ্লেষণে আলংকারিকেরা কটি উপাদান পেয়েছেন ও কি কি?**

উঃ। দুটি। মানসিক ও বাহ্যিক।

প্রশ্ন **হাস্যরস কাকে বলে?**

উঃ। যে রস হাসিকে উদ্দীপ্ত করে।

প্রশ্ন **কাণ্ট কে?**

উঃ। একজন বিখ্যাত দার্শনিক।

প্রশ্ন **লোকভাবের সঙ্গে কোন্ রস সম্পর্কিত?**

উঃ। করুণ রস।

প্রশ্ন **মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি বিশ্লেষণে কাণ্ট কি দেখিতেছেন?**

উঃ। বলেছেন তাতে দু-রকমের উপাদান আছে—মানসিক ও বাহ্যিক।

প্রশ্ন **করুণ রস কাকে বলে?**

উঃ। শোকের স্থায়ীভাবকে কেন্দ্র করে যে রস সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন **রৌদ্দরস কাকে বলে?**

উঃ। ক্রোধের স্থায়ী ভাবকে কেন্দ্র করে যে রসের সঞ্চরণ ঘটে।

প্রশ্ন **'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."—কার কবিতা অংশ?**

Scanned with CamScanner

উঃ। শেলীর—'SKYLARK'।

প্রশ্ন বীর রস কাকে বলে?

উঃ। দয়া, ধর্ম, দেশভক্তি, যুদ্ধ, দান প্রভৃতিতে উৎসাহ দেওয়ার ভাবকে যে রস উদ্দীপিত করে।

প্রশ্ন বীররসে জয়গান গীত হয়েছে এমন একটি কাব্য গ্রন্থের নাম বল।

উঃ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের—'মেঘনাথ বধ'।

প্রশ্ন 'পোয়েটিক্স্' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

উঃ। এ্যারিস্টটল।

প্রশ্ন 'ভয়ানক রস' কাকে বলে?

উঃ। স্থায়ীভাব থাকে আশ্রয় করে সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন আলংকার শাস্ত্র কাকে বলে?

উঃ। মহাকবিদের প্রতিভা এই যে অপূর্ব মনোহর শব্দ গ্রন্থনের সৃষ্টি করে, 'কিমিদম্'—এ কি কাণ্ড। এর স্বরূপ কী, তার উত্তরে যে আলোচনার উৎপত্তি। আমাদের প্রাচীনের তার নাম দিয়েছিল অলংকার শাস্ত্র।

প্রশ্ন বীভৎস রস কাকে বলে?

উঃ। মনের ঘৃণাকে ব্যঞ্জিত করে যে রস।

প্রশ্ন 'কাব্যং গ্রাহ্যম্লং কারাৎ'—কার উক্তি?

উঃ। আচার্য বামনের।

প্রশ্ন 'জুগুপ্সা' কি ধরনের ভাব?

উঃ। স্থায়ী ভাব।

প্রশ্ন আচার্যদণ্ডী কোন্ শতকের আলংকারিক?

উঃ। ষোড়শ বা সপ্তম শতকের।

প্রশ্ন অদ্ভূত রস কি?

উঃ। স্থায়ীভাব বিস্ময় থেকে যে রসের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন আচার্য ভার্গব কোন্ শতকের আলংকারিক?

উঃ। আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর আলংকারিক।

প্রশ্ন শম কি ধরনের ভাব?

উঃ। স্থায়ী ভাব।

প্রশ্ন 'সৌন্দর্য অলংকার'—এটি কার উক্তি?

উঃ। আচার্য বামনের।

প্রশ্ন কবিরা কাকে স্থায়ীভাব বলে ঘোষণা করেছেন?

উঃ। বৈষ্ণব কবিরা শুধু প্রেমভক্তিকেই স্থায়ীভাব বলেছেন।

প্রশ্ন ধ্বনিবাদের প্রবক্তা কে?

উঃ। আনন্দ ধ্বনি।

প্রশ্ন অনেক সংস্কৃতি আলংকারিক কাকে স্থায়ী ভাব বলেছেন?

উঃ। মানব মনের প্রীতিভাব ও বৎসলতাকে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন আচার্য দণ্ডী আলংকারবাদ সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেন?

উঃ। কাব্যশোভা করান, ধর্মান, আলংকারান প্রচো।

প্রশ্ন শান্তরস কাকে বলে?

উঃ। জগৎ জীবনের অনিত্যতা, আত্মদর্শন ও তত্ত্বজ্ঞানের জন্য মনে যে শান্তির ভাব জন্মায় তা থেকে একপ্রকার রসের উদ্ভব ঘটে। এই সেই শান্তরস।

প্রশ্ন সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে দশম রস কোন্‌টি?

উঃ। বাৎসল্য রস।

প্রশ্ন রসের বাহ্যিক উপাদান কোথা থেকে আসে?

উঃ। কবির সৃষ্ট কাব্যের জগৎ থেকে।

প্রশ্ন রসের মানসিক উপাদান কি?

উঃ। মনের ভাব নামে চিত্তবৃত্তি বা ইমোশনগুলো।

প্রশ্ন রসের যথার্থ সাধারণীকরণ কখন ঘটে?

উঃ। কবি যখন তাঁর অপূর্ব নির্মাণ ক্ষমতা সাধারণ হাস্য বিভাব অনুভাবের সাহায্যে ভয়ের অনির্বচনীয় রসমূর্তি রচনা করেন, তখন রসের যথার্থ সাধারণীকরণ ঘটে।

প্রশ্ন কে বিভাব ও অনুভাবকে সকল হৃদয়ে সমবাদী বলেছেন?

উঃ। অভিনব গুপ্ত।

প্রশ্ন অবলম্বন বিভাব কাকে বলে?

উঃ। যে বিভাবের উপর নির্ভর করে নায়ক-নায়িকার আবরণের ভিত্তি সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন উদ্দীপনা বিভাব কাকে বলে?

উঃ। যে সব জিনিস নায়ক-নায়িকার মিলনেচ্ছাকে উদ্দীপিত করে।

প্রশ্ন "একথা মানতেই হবে যে, এ শোক মুনির নিজের শোক নয়।"—কার উক্তি?

উঃ। অভিনব গুপ্ত।

প্রশ্ন কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের 'কাব্যতত্ত্বে' আলংকারিকদের কোন্ তত্ত্বের প্রভাব রয়েছে?

উঃ। রূপান্তরবাদের অস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।

প্রশ্ন সংস্কৃত আলংকারিকরা মোট কয়টি ভাবের কথা উল্লেখ করেন?

উঃ। ৩৩ টি ভাবের। এই ৩৩টি ভাব হল সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব।

প্রশ্ন সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে প্রধান প্রধান ভাবগুলো কি কি?

উঃ। নির্বেদ, লজ্জা, হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদি।

প্রশ্ন 'অচ রসো রসীকরণযোগ্যঃ শেষাস্ত সংবষণি ইতি ব্যাচক্ষ্মাতে'—প্রবক্তা কে?

উঃ। অভিনব গুপ্ত।

প্রশ্ন 'সাহিত্য দর্পণের' লেখক কে?

উঃ। বিশ্বনাথ কবিরাজ।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন রসতত্ত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের গ্রন্থটির নাম কর।

উঃ। 'রসগঙ্গাধর'।

প্রশ্ন রসতত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থগুলির নাম কি?

উঃ। 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি'।

প্রশ্ন অভিনব গুপ্তের রস ভাষ্যের নাম কি?

উঃ। 'অভিনব ভারতী'।

প্রশ্ন মম্মট রস ভাষ্যটির নাম কি?

উঃ। কাব্য প্রকাশ।

প্রশ্ন ধ্বন্যালোকের রচয়িতা কে?

উঃ। আনন্দ বর্ধন।

প্রশ্ন ভরতের রসভাষ্যের নাম কি?

উঃ। নাট্যশাস্ত্র।

প্রশ্ন অলংকার কৌস্তভের রচয়িতা কে?

উঃ। কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন।

প্রশ্ন বামন কে?

উঃ। বামন হলেন অষ্টম-নবম শতাব্দীর প্রখ্যাত আলংকারিক এবং 'কাব্যলংকার' সূত্রের রচয়িতা।

প্রশ্ন কাব্যের শরীর কি?

উঃ। শব্দ এবং শব্দার্থই হল কাব্যের শরীর।

প্রশ্ন কাদের বার্হস্পত্য বলা হয়?

উঃ। দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত শাস্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের বার্হস্পত্য বলা হয়।

প্রশ্ন বেনেডেটো ক্রোচে কে ছিলেন?

উঃ। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও সমালোচক।

প্রশ্ন কুমারসম্ভবে কে শিবের বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

উঃ। দেবর্ষী অঙ্গিরা।

প্রশ্ন অভিনব গুপ্তের রচিত টীকা দুটি কি কি?

উঃ। 'লোচন' টীকা এবং 'অভিনব ভারতী'।

প্রশ্ন 'সংলক্ষ্যক্রম ব্যঞ্জনা' কাকে বলে?

উঃ। বাচ্যার্থ থেকে ব্যাঙ্গর্থে প্রতীতি পর্যন্ত যার ক্রম সমভাবে লক্ষিত হয় তাকে বলা হয় সংলক্ষ্যক্রম ব্যঞ্জনা।

প্রশ্ন অনুভব কাকে বলে?

উঃ। মনের ভাব উদ্বুদ্ধ হলে যে সমস্ত স্বাভাবিক বিকার ও উপায়ে তা প্রকাশিত হয়, ভাবরূপ কারণে সেই লৌকিক কার্য হল কাব্য এবং নাটকের অনুভব।

প্রশ্ন কাব্যের অবয়ব সংস্থান কি?

উঃ। স্টাইল বা রীতি।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন রসতত্ত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের গ্রন্থটির নাম কর।
উঃ। 'রসগঙ্গাধর'।
প্রশ্ন রসতত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থগুলির নাম কি?
উঃ। 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি'।
প্রশ্ন অভিনব গুপ্তের রস ভাষ্যের নাম কি?
উঃ। 'অভিনব ভারতী'।
প্রশ্ন স্মট রস ভাষ্যটির নাম কি?
উঃ। কাব্য প্রকাশ।
প্রশ্ন ধ্বন্যালোকের রচয়িতা কে?
উঃ। আনন্দ বর্ধন।
প্রশ্ন ভরতের রসভাষ্যের নাম কি?
উঃ। নাট্যশাস্ত্র।
প্রশ্ন অলংকার কৌস্তভের রচয়িতা কে?
উঃ। কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন।
প্রশ্ন বামন কে?
উঃ। বামন হলেন অষ্টম-নবম শতাব্দীর প্রখ্যাত আলংকারিক এবং 'কাব্যলংকার' সূত্রের রচয়িতা।
প্রশ্ন কাব্যের শরীর কি?
উঃ। শব্দ এবং শব্দার্থই হল কাব্যের শরীর।
প্রশ্ন কাদের বাইসৃত্য বলা হয়?
উঃ। দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত শাস্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের বাইসৃত্য বলা হয়।
প্রশ্ন বেনেডেটো ক্রোধ কে ছিলেন?
উঃ। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও সমালোচক।
প্রশ্ন কুমারসম্ভবে কে শিবের বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন?
উঃ। দেবর্ষী অঙ্গিরা।
প্রশ্ন অভিনব গুপ্তের রচিত টীকা দুটি কি কি?
উঃ। 'যোচন' টীকা এবং 'অভিনব ভারতী'।
প্রশ্ন 'সংলক্ষ্যক্রম ব্যঞ্জনা' কাকে বলে?
উঃ। বাচ্যার্থ থেকে ব্যাঙ্গর্থে প্রতীতি পর্যন্ত যার ক্রম সমভাবে লক্ষিত হয় তাকে বলা হয় সংলক্ষ্যক্রম ব্যঞ্জনা।
প্রশ্ন অনুভব কাকে বলে?
উঃ। মনের ভাব উদ্বুদ্ধ হলে যে সমস্তদ স্বাভাবিক বিকার ও উপায়ে তা প্রকাশিত হয়, ভাবরূপ কারণে সেই লৌকিক কার্য হল কাব্য এবং নাটকের অনুভব।
প্রশ্ন কাব্যের অবয়ব সংস্থান কি?
উঃ। স্টাইল বা রীতি।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 'বিশিষ্ট পদ রচনা রীতি'—কার উক্তি?

উঃ। আচার্য বামন-এর।

প্রশ্ন রস সম্পর্কিত আলোচনা প্রথম কোথায় পাওয়া যায়?

উঃ। খ্রীঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে।

প্রশ্ন কখন স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়?

উঃ। চিত্তে রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব বিভাব, অনুভব ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে রূপান্তরিত হয়ে রসে পরিণত হয়।

প্রশ্ন 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'—কার উক্তি?

উঃ। আচার্য বামনের।

প্রশ্ন আলংকারিকরা রস ও কাব্যের জগতকে কিসের জগৎ বলেছিল?

উঃ। অলৌকিক মায়ার জগত।

প্রশ্ন কত খ্রীঃ 'কাব্যজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উঃ। ১৩০০ বঙ্গাব্দে 'সবুজ পত্রে'।

প্রশ্ন ভামহ-এর কাব্যের নাম কি?

উঃ। কাব্যালংকার।

প্রশ্ন আনন্দ বর্ধন ধ্বন্যালোক গ্রন্থের কোন্ অংশটি লিখেছেন?

উঃ। 'বৃত্তি' অংশটি।

প্রশ্ন অলংকারবাদ সম্পর্কে সুনীল কুমার দে-র গ্রন্থটির নাম কি?

উঃ। Studies in the History of Sanskrit Poetics.

প্রশ্ন আচার্য দণ্ডীর গ্রন্থটির নাম কি?

উঃ। কাব্যানুশাসন।

প্রশ্ন রসতত্ত্ব সম্পর্কে বাংলায় রচিত গ্রন্থগুলোর নাম কর।

উঃ। অতুলচন্দ্র গুপ্তের—'কাব্যজিজ্ঞাসা'; সুধীর কুমার দাশগুপ্তের—'কাব্যলোক'; সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের—'কাব্যবিচার'; ড. রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের—'রস সমীক্ষা'; শ্যামাপদ চক্রবর্তীর—'অলংকার চন্দ্রিকা'; বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের—'সাহিত্য সীমাংসা।

প্রশ্ন কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ' সম্পর্কে গ্রন্থটির নাম কি?

উঃ। 'বক্রোক্তি জীবিত'।

প্রশ্ন 'কুমারসম্ভব' কাব্যের রচয়িতা কে?

উঃ। মহাকবি কালিদাস।

প্রশ্ন নবীন চন্দ্রের বিখ্যাত কাব্য কোন্‌টি?

উঃ। 'ত্রয়ী' মহাকাব্য রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস মহাকাব্য।

প্রশ্ন বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা কে?

উঃ। আচার্য কুণ্তক।

প্রশ্ন অতুল গুপ্তের মতে কাব্যের শরীর কি?

উঃ। কাব্য অর্থযুক্ত পদ সমুচ্চয়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ‘মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা’—বক্তা কে?

উঃ। মহর্ষি বাল্মিকী।

প্রশ্ন শব্দের কয়টি অর্থ আছে ও কি কি?

উঃ। দুটি-বাচ্যার্থ এবং ব্যাঙ্গার্থ।

প্রশ্ন ধ্বনি কাকে বলে?

উঃ। মহাকবিদের বাণীতে রমণীদেহের লাবণ্যের মতো এক প্রতীয়মান অর্থ থাকে। এই প্রতীয়মান অর্থই ধ্বনি।

প্রশ্ন ধ্বনিবাদীদের মতে কাব্যের আত্মা কি?

উঃ। ধ্বনি।

প্রশ্ন ধ্বনিবাদের প্রবর্তক কে?

উঃ। আচার্য্য আনন্দ বর্ধন।

প্রশ্ন ‘বক্রোক্তি জীবিতম্’—কার উক্তি?

উঃ। আচার্য্য কুণ্ডক-এর।

প্রশ্ন ‘ব্যঙ্গ প্রাধান্য হি ধ্বনি’—কার উক্তি?

উঃ। আনন্দ বর্ধন

প্রশ্ন ধ্বনি কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ। তিন প্রকার। যথা—বস্তুধ্বনি, অলংকার ধ্বনি ও রসধ্বনি।

প্রশ্ন শব্দের অর্থের বৃত্তি কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ। তিন প্রকার। যথা—অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা।

প্রশ্ন বস্তুধ্বনি কাকে বলে?

উঃ। বস্তুকে অবলম্বন করে যে ধ্বনির ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন অলংকার ধ্বনি কাকে বলে?

উঃ। কবিতার বাচ্যার্থ থেকে যখন অলংকারের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা কমনীয়তা এবং সৌন্দর্য মাধুরী বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায় তখন তাকে অলংকার ধ্বনি বলে।

প্রশ্ন বাচ্যার্থ কাকে বলে?

উঃ। অভিধা ও লক্ষণা বৃত্তির সাহায্যে শব্দেব যে অর্থ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ব্যাঙ্গার্থ কাকে বলে?

উঃ। সহৃদয় সামাজিক চিত্ত যখন বাস্তব অতিরিক্ত রস তাৎপর্যের প্রতি প্রসারিত হয়।

প্রশ্ন রসধ্বনি কাকে বলে?

উঃ। ধ্বনি বস্তু বা অলংকারের অধীনে না হয়ে অলংকারকে অতিক্রম করে যায় তাকে রসধ্বনি বলে।

প্রশ্ন শব্দের অভিধা বৃত্তি কাকে বলে?

উঃ। শব্দার্থের জ্ঞানে যখন বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হয় তখন শব্দের সেই বৃত্তিকে অভিধা বৃত্তি বলে।

প্রশ্ন লক্ষণা কাকে বলে?

উঃ। শব্দের অভিধা বৃত্তির সাহায্যে যখন বক্তব্য অনুধাবণ করা সম্ভবপর হয় না, তখন

Scanned with CamScanner

যে বৃত্তির সাহায্যে শব্দার্থ নিরূপণ করা হয়।

প্রশ্ন **বেনেডেটো ক্রোধের গ্রন্থের নাম কি?**

উঃ। 'কাব্য ও অকাব্য'।

প্রশ্ন **'মধু দ্বিরেযাঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ'—অংশটিতে কিসের বর্ণনা করেছে?**

উঃ। অংশটিতে কুমার সম্ভবের অকাল বসন্তের বর্ণনা।

প্রশ্ন **ভরতচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ কি ছিল?**

উঃ। স্টাইল বা রীতি।

প্রশ্ন **অলংকার কি?**

উঃ। স্টাইল বা রীতির আনুষঙ্গিক বস্তু।

প্রশ্ন **বাইস্পত্যদের মতে মানবদেহের চেতনার আবির্ভাব হয় কিভাবে?**

উঃ। রক্ত, মাংস, মজ্জা ইত্যাদি উপাদানের সংমিশ্রণে।

প্রশ্ন **'এখানে ধ্বনি নেই'—বক্তা কে?**

উঃ। আনন্দ বর্ধন।

প্রশ্ন **আনন্দ বর্ধন কোন্ দুটি অলংকারের উপর জোর দিয়েছিলেন?**

উঃ। অমাসক্তি অলংকার এবং সংকরণ অলংকার।

প্রশ্ন **কোন জিনিস বাক্যকে কাব্য করে?**

উঃ। রসের ব্যঞ্জনাই।

প্রশ্ন **কাব্যের ধ্বনি কি?**

উঃ। কাব্যের ধ্বনি হল রসের ধ্বনি।

প্রশ্ন **'মদন ভস্মের পরে'—কবিতাটির কবি কে?**

উঃ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রশ্ন **"শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহারিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং গন্ডিচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্জভারেষু কেশান্।"— কে কাকে দিয়ে কথাটি বলিয়েছিলেন?**

উঃ। কালিদাস প্রবাসী যমকে দিয়ে।

প্রশ্ন **"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী!
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।"—কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ?**

উঃ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'মদন ভস্মের পর'।

প্রশ্ন **ভাব কাকে বলে?**

উঃ। শৃঙ্গার, হাস্য ইত্যাদি অজস্র রকমের অনুভূতি পাঠকের মনলোকে বিভিন্ন গতিতে সঞ্চারিত হতে থাকে। — সেই সমস্ত মনগত বিষয়গুলিকে ভাব বলে।

প্রশ্ন **স্থায়ীভাব কাকে বলে?**

উঃ। মানুষের মনের মধ্যে শৃঙ্গার, মদ, গর্ব, হাস্য ইত্যাদি যে অজস্র ভাব থাকে, তার মধ্যে কতকগুলি ভাবকে আলঙ্কারিকগণ স্থায়ীভাব নাম দিয়েছেন। এই ভাবগুলি

Scanned with CamScanner

পরস্পর স্বতন্ত্র এবং স্পষ্টরূপ অনুভূত।

অলংকার শাস্ত্রে স্থায়ীভাবের সংখ্যা হল নয়টি—

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শাম্।

এই স্থায়ীভাবগুলি পাঠকের হৃদয়ে থাকে। ভাবগুলির মধ্যে উল্লেখিত বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সাহায্যে নয়টি স্বতন্ত্র রসের সৃষ্টি করে।

বিভাবঃ—লৌকিক জগতে যা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধক, যেগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি, কাব্য নাটকের সেই বস্তুগুলিকে বলে বিভাব। —রামায়ণে রাম-সীতা-রাবণ চরিত্রগুলো বিভাব। এদেরকে অবলম্বন করেই পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ীভাবগুলি বিকশিত হয়।

বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব।

আলম্বন বিভাবঃ—কাব্য নাটক উপন্যাসের চরিত্র সমূহ, যাদের অবলম্বন করে কাহিনীর বিস্তার ঘটে এবং পাঠকের হৃদয়ে রস সঞ্চার ঘটে তাদের আলম্বন বিভাব বলে।

উদ্দীপন বিভাবঃ—যে সমস্ত বিভাব বা উপাদান বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা রস সৃজনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে, তাদের উদ্দীপন বিভাব বলে। যেমন—শৃঙ্গার রস সৃজনে উদ্দীপন বিভাব হল পাখির কূজন, জ্যোৎস্না রাত্রি, প্রকৃতির সান্নিধ্য। বসন্ত শৃঙ্গারের, বর্ষা বিরহের।

অনুভাবঃ—কারণের পশ্চাতে অভিব্যক্তি আলম্বন বিভাবের যে সমস্ত পরিবর্তন লক্ষিত হয় তাদের অনুভাব বলে। যেমন—

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।

এখানে আলম্বন বিভাব—রাধা।

অনুভাব হল—'বসে থাকা', 'না শুনা।'

এছাড়া রৌদ্র রসে অনুভাব হল— চোখ লাল।

Scanned with CamScanner